

# উদোর পিণ্ডি!

-বিপ্লব

কোন একটা বিষয়ে কিছুমাত্র না জেনে, কেও যে এভাবে নিজেকে জোকার বানাতে পারে, সেটা রায়হানকে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ও জানেই না, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং বিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য! অথচ ধরে ফেললো বন্যা ভুল লিখছে। আমি আরেকবার দেখাচ্ছি নুন্যতম জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও, রায়হান লোককে চ্যালেঞ্জ জানাতে আসে। এবং ভাঁড়ামো অব্যাহত। আমিও দেখি ন্যাড়া কটা বেলের ঘা খাওয়ার পর বোঝে সে ন্যাড়া!

“আমরা যতই নিজেদেরকে ‘বিশেষ সৃষ্টি’ বলে ভাবতে পছন্দ করি না কেন আসলে আমাদের বিবর্তনও ঘটেছে বিবর্তনের সেই একই অঙ্ক ‘প্রাকৃতিক নিয়ম’ মেনেই। ডঃ রিচার্ড ডকিন্সের মতই বলতে হয় আসলেই বিবর্তনের প্রক্রিয়াটা অচেতন এবং অন্ধ।” - বন্যা আহমেদ

বিপ্লব লিখেছে : “রায়হান যেটা দাবি করেছে বিজ্ঞান বলে প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্লাইন্ড - তা বিজ্ঞান দাবি করে না। এটা ওর জানার ভুল।”

এবার প্রকৃত চোর ধরা পড়েছে!!! সেই সাথে প্রকৃত অজ্ঞও ধরা পড়েছে!!! রায়হান তো বলেনাই যে ‘বিজ্ঞান দাবি করে’! চোরের মতো রায়হানের মুখে কথা পুরে দিয়ে পালিয়ে গেলে চলবে ক্যামনে?! বন্যা এ কথা বলেছে। দেখুন :

বাহ! রায়হান চোর ধরেছে!

যেমন অক্কামের ক্ষুর দিয়ে নাস্তিকদের পাড়ার মস্তানের মতন ভয় দেখাচ্ছিল-জানত ই না ক্ষুরের ধারটা ওর নিজের দিকেই!

একবার দেখলোও না, বন্যা ব্লাইন্ড বলেছে বিবর্তনকে আর বিপ্লব বলছে প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্লাইন্ড নয়!

বিবর্তন = প্রাকৃতিক নির্বাচন???

কবে থেকে মিঃ রায়হান???

বিবর্তন=মিউটেশন+প্রাকৃতিক নির্বাচন

আমার আগের লেখাটা ভালো করে পড়ুন। সেটাও বোঝেন নি-পড়লেই বুঝতে পারবেন বিবর্তনে প্রথমে মিউটেশনের ধাপটা র‍্যান্ডম এবং পরের প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধাপটা কোয়াসি ডেটারমিনিস্টিক মানে প্রায়-ডেটারমিনিস্টিক।

অর্থাৎ বিবর্তন পদ্ধতি= র‍্যান্ডম (মিউটেশন)+ কোয়াসি ডেটারমিনিস্টিক পদ্ধতি ( প্রাকৃতিক নির্বাচন)

র‍্যান্ডম পদ্ধতিতে নুন্যতম জ্ঞান থাকলে র‍ায়হান জানতেন, র‍্যান্ডম+ ডেটারমিনিস্টিক মিলে র‍্যান্ডম পদ্ধতি হয়, ডেটারমিনিস্টিক পদ্ধতি হয় না।

অর্থাৎ বন্যা যা লিখেছে ১০০% ঠিক লিখেছে মিঃ র‍ায়হান। কারণ সে লিখেছে বিবর্তনের কথা, আর আমি লিখেছি প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা। এবং আপনার রেফারেনস টানা হয়েছিল কারণ আপনি লিখেছিলেন বিজ্ঞানলেখকরা লিখেছে বিবর্তনের পুরো পদ্ধতিটা ব্লাইন্ড এবং র‍্যান্ডম। বন্যা লিখেছে 'প্রাকৃতিক নিয়মের কথা' ( ব্লাইন্ড প্রাকৃতিক নিয়ম-যার বৈজ্ঞানিক প্রতিশব্দ হচ্ছে স্টকেস্টিক ন্যাচারাল ল, ইক্যুয়াল এপ্রায়রী নয়)-ঠিক ই লিখেছে। আপনি বোঝেন নি ব্লাইন্ড আর ব্লাইন্ড প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে পার্থক্য। কারণ নিখুঁত ভাবে বিজ্ঞান পড়ার অভ্যেসটা আপনার নেই। সেইজন্যেই ওই রেফারেনস টানা হয়েছিল।

আপনি একটা পড়াশোনা না করা গন্ডমূর্খ হওয়ায় বন্যা কি লিখেছে , আর আমি কি লিখেছি সেটাই বোঝেন নি! এবার লোকজনের সামনে অজ্ঞতার জন্য কানধরে উঠবস আপনি করবেন কি না ভেবে দেখুন। ছাত্র অবস্থায় এমন উঠবস করলে আজকে এভাবে হেনস্থা হতে হত না।

আরে আমাকে অসৎ বলার আগে নিজে যে মাতালের মতন যা খুশি লিখছেন সেটা বুঝুন! আর আমি যে অসৎ তার একটা, মাত্র একটা প্রমাণ দিন! যেটা দিলেন , সেটাতো আপনার অজ্ঞতার  $n=n+1$  টাইপের বিজ্ঞাপন হয়ে গেল! আমি অপেক্ষাই রইলাম কবে একটা, মাত্র একটা অসততার প্রমাণ আপনি দেবেন আমার লেখা থেকে। আমি, বন্যা, অভিজিৎ বা জাহেদ কি লিখছি সেটাতো আগে বুঝুন!

বুয়েটের ফ্যাকালটির অনেকেই আমার বন্ধু। এরকম নামী একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এমন একটা ব্রেইন ডেড স্যাম্পল কিভাবে তৈরী হলো, র‍ায়হানের আল্লাই জানে।

বাকী কোন পয়েন্টে তর্ক করার মানে হয় না। র‍ায়হান যে একটা অবুঝ তথ্যচোর সেটা হাতে নাতে আমি ধরে দেখিয়েছি, অভিজিৎ র‍ায় ধরেছে এবং আরো অনেকেই ধরেছে। এটা নিয়ে আর কি তর্ক হয়? আর পাড়ার মস্তানদের মতন ভিক্টর স্ট্রিংজারের পয়েন্টগুলো নিয়ে ভয় দেখাবেন না। আমি ভিক্টর স্ট্রিংজারের প্রতিটা পয়েন্টের ব্যাখ্যা দিয়েছি-শুধু তা কেন আমার কোন পয়েন্টের কোন ভুল ই র‍ায়হান বার করতে পারে নি। পারবেও না-কারণ ওগুলো ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে না। তার থেকেও বড় কথা ও বিজ্ঞানের কিছু ই বোঝে না-ইন্টারনেট থেকে টুকে লিখে দেয় এবং ধরলে মুখ ভেংচে পালাবে। শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ করে আর পাড়ার মস্তানদের মতন অক্বামের ক্ষুর দিয়ে ভয় দেখাবেন না। আপনার জ্ঞানের দৌড় এই বিতর্কে লোকজনকে দেখিয়ে দিয়েছি-আরো বেশী মুখ খুললে আরো বেশী দেখাবো। শেষ প্রবন্ধে

ভয়ে মাত্র একবার টেকনিক্যালি মুখ খুলেছেন এবং তাতেও চুনকালি পড়েছে। ফ্যাক্ট, হাইপোথিসিস এই শব্দগুলো যতদিন না শিখবেন-ব্যবহার করবেন না, করলে আবার সবার সামনে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হবে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞান ভাবে না-তাই ওই ফালতু বিষয় নিয়ে আমি সময় নষ্ট করি না। ওটা আপনাদের মতন ধর্মের প্রচারকদের কাজ-কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক, বিজ্ঞান যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেয়, তাহলে বিজ্ঞানের গবেষণা করার প্রয়োজনই থাকবে না। সেটা আমার আগের আর্টিকলে খুব স্পষ্ট করে বোঝানো আছে-শুধু আপনিই বোঝেন নি।

ব্রুনো, গ্যালিলিওর কথা বারবার আসবে। সেইদিন চার্চ ওদের বিরুদ্ধে ছিল। আজও চার্চ ডারউইনের বিরুদ্ধে নোংরা অপবিজ্ঞান নিয়ে নেমেছে। আর আপনি সেই অপবিজ্ঞান টুকে ভিক্টর স্টিংগার এবং রিচার্ড ডকিনসের মতন বিজ্ঞানীদের মুখ ভেংচাচ্ছেন-চোর বলছেন। অর্থাৎ আপনি সেই বিজ্ঞানবিরোধী চার্চের ধারক এবং বাহক। সুতরাং চার্চের অর্গানাইজড ক্রাইম গ্যাং এর আপনিও একজন সক্রিয় সমর্থক-সুতরাং তুলনাটা আসবেই।

এতএব কোরান নিয়ে মুখ খুলুন-মোল্লাদের মধ্যে হিরো হবেন। বিজ্ঞান নিয়ে আজ বাজে বকলে আবার কান মলে দেবো।

ক্যালিফোর্নিয়া ১২/৫/০৬